একটি পূর্ণাঙ্গ পথ প্রদর্শক

বিসিএস জার্নি

বাংলাদেশ বিষয়াবলী ও বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য

বিসিএস ও অন্যান্য সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রিলিমিনারীর
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ, লিখিত ও ভাইবা সহায়ক
বিগত সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নসংকলন

মো: নাদিরুজ্জামান, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা (৩৪তম বিসিএস)
মান্না দে, বিসিএস পুলিশ (৩৪তম বিসিএস)

BANGLADESH CAREER CLUB
Essential PUBLICATION
bcs Journey

BCS JOURNEY
Scanned with CamScanner

বিসিএস জার্নি

বাংলাদেশ বিষয়াবলী

ভূগোল

ও

প্রাকৃতিক দূর্যোগ

(বিসিএস ও অন্যান্য সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রিলিমিনারীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ যা লিখিত ও ভাইবা সহায়ক, বিগত সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নসংকলন)

রচনা ও সম্পাদনা

মোঃ নাদিরুজ্জামান
বিসিএস সাধারণ শিক্ষা
(৩৪তম বিসিএস)

মান্না দে
বিসিএস পুলিশ
(৩৪তম বিসিএস)

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

ক্রম নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
০১	বাঙ্গালি জাতির উৎপত্তি	০২
০২	প্রাচীন বাংলার জনপদ	০২
০৩	জনপদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	০৩
০৪	আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষ অভিযান	০৪
০৫	বাংলায় মৌর্য যুগ	০৪
০৬	মৌর্য বংশের তালিকা	০৫
০৭	কুষাণ সম্রাজ্য	০৫
০৮	বাংলায় গুপ্ত যুগ	০৫
০৯	গুপ্ত রাজবংশের তালিকা	০৬
১০	গুপ্তপরবর্তী যুগ	০৬
১১	পাল বংশের রাজনৈতিক ইতিহাস	০৬
১২	সেন রাজাদের ইতিহাস	০৮
১৩	সেন রাজাদের তালিকা	০৮
১৪	উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাব	০৮
১৫	দিল্লি সালতানাত/উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা	০৯
১৬	খান জাহান আলী	১০
১৭	মোগল সাম্রাজ্য	১০
১৮	মোগল সম্রাটদের বংশ তালিকা	১০
১৯	শূর শাসন: শেরশাহ	১১
২০	হুমায়ুনের দ্বিতীয় অধ্যায়: মোগল শাসন (দ্বিতীয় পর্যায়)	১১
২১	পানিপথের যুদ্ধ	১৩
২২	মসলিন	১৩
২৩	বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা	১৩
২৪	হযরত শাহজালাল (রহ.)	১৩
২৫	বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমল	১৪
২৬	একনজরে বিভিন্ন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং শেষ শাসক	১৪
২৭	বাংলায় আগমনকারী পরিব্রাজক	১৫
২৮	বারো ভূঁইয়াদের ইতিহাস	১৫
২৯	বাংলায় সুবেদারি শাসন	১৬
৩০	বাংলায় নবাবি শাসন	১৬
৩১	উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন	১৮
৩২	উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন	১৮
৩৩	গর্ভনর জেনারেলের শাসন (১৭৭৩-১৮৩৩) খ্রি.	১৯
৩৪	ভাইসরয়ের শাসন (১৮৫৮-১৯৪৭) খ্রি.	২০
৩৫	ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন	২০
৩৬	চাকমা বিদ্রোহ বা কার্পাস বিদ্রোহ	২১
৩৭	বারাসাত বিদ্রোহ	২১

Scanned with CamScanner

সেন রাজাদের ইতিহাস

- ☑ বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন। তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করায় সেন বংশের প্রথম রাজার মর্যাদা দেওয়া হয় তার পুত্র হেমন্ত সেনকে।
- ☑ সেন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বিজয় সেন।
- ☑ বল্লাল সেন বাংলায় কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তনকারী হিসেবে পরিচিত।
- ☑ বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষণসেন, ছিলেন সেন রাজবংশের চতুর্থ রাজা। তিনি ১২০৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে নদীয়া দখল করেন এবং পরবর্তীতে গৌড় দখল করে গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করেন। তখন লক্ষণ সেন পূর্ববঙ্গের মুন্সিগঞ্জের বিক্রমপুরে সাময়িক আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং শ্রীঘ্রই পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে এসে বখতিয়ার খিলজিকে পরাজিত করে বাংলা থেকে তাড়িয়ে গৌড় পুনরুদ্ধার করেন।
- ☑ লক্ষণ সেনের মৃত্যুর পর তার প্রথম পুত্র বিশ্বরুপ সেন ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে সেন বংশের রাজা হন এবং ১২২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন।
- ☑ বাংলায় সেন বংশের শেষ শাসনকর্তা ছিলেন কেসব সেন, যিনি ১২২৫ খ্রি. থেকে ১২৩০ খ্রি. পর্যন্ত রাজা ছিলেন। সেন বংশের রাজারা ছিলেন হিন্দুধর্মাবলম্বী। সেন যুগের অবসানের মধ্য দিয়ে বংলায় হিন্দু রাজাদের শাসনের অবসান ঘটে।

<u>*সেন রাজবংশের তালিকা*</u>

রাজার নাম	রাজত্বকাল
সামন্ত সেন	১০৭০-১০৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত
হেমন্ত সেন	১০৯৫-১০৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত
বিজয়া সেন	১০৯৬-১১৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত
বল্লাল সেন	১১৫৯-১১৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত
লক্ষণ সেন	১১৭৯-১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত
বিশ্বরুপা সেন	১২০৬-১২২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

গজনীর সুলতান ১১০০-১১২৭, ২৭ বার আক্রমন

তুর্কি, গজনির সুলতান মাহমুদ, ধন সম্পদ লুট করতে ডাকাতি করতে, ১০১৭ সালে পাঞ্জাব দখল করেন

১০২৫ কোনৌজ, ১০২৬ সালে গুজরাট এর সোমনাথ লুট করেন।

তার রাজ্য গজনীতে দাতাব্য চিকিৎসালয়, রাস্তা, দান , এর পর আরো কয়েকবার লুট।

- ☑ ময়েজউদ্দিন মোহাম্মদ বিন সামস ইতিহাসে শিহাবউদ্দিন মোহাম্মদ ঘুরি নামে পরিচিত। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ঘুরিদের পারসিক জাতি বলে অভিহিত করলেও ঐতিহাসিক লেনপুল তাদের আফগান জাতির বংশধর বলে অভিহিত করেছেন। গজনিতে ঘুর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে মোহাম্মদ ঘুরি উপমাদেশে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ ঘুরি পৃথ্বিরাজ চৌহানের বিরুদ্ধে প্রথম তরাইনের যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু এই যুদ্ধে মোহাম্মদ ঘুরি শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও আহত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরের বছর ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার পৃথ্বিরাজ চৌহানের রিরুদ্ধে

Scanned with CamScanner

নোটঃ
৩ টি

- ✓ ৭১১ মোহম্মদ বিন কাসেমের হাত ধরে
- ✓ গজনীর সুলতান ১০০০-১০২৭, ২৭ বার আক্রমন
- ✓ ১১৯২ তরাইনের ২য় মুহাম্মদ ঘুরি, পৃথ্বীরাজ চৌহান কে পরাজিত করেন

৭১১ মোহম্মদ বিন কাসেমের হাত ধরে, মোহম্মদ বিন কাসেম, ইরাকের সুলতান হাজ্জাজ এর সেনাপতি, সিন্দু রাজার দাহির, হিন্দু ব্রাহ্মণ শ্রীলংকার মসলা, মুম্বাই-গুজরাট-পাকিস্তান-ইরাক-ইউরোপ। হাজ্জাজ মসলার ব্যবসায়ী। পাল তোলা জাহাজ, পোতাশ্রয় ছিলো পাকিস্তানের সিন্দুর বন্দর দেবল। করাচির পূর্বের নাম দেবল। হাজ্জাজের জাহাজ দেবল এ ছিলো। রাজা দাহিরকে ট্যাক্স দিতে হতো। বিনিময়ে পাহাড়া দিতো। একটা মসলা ভর্তি চুরি হয়। হাজ্জাজ দাহির কে জানান যে, ক্ষতিপূরণ বাবদ এক জাহাজের মূল্য। রাজা দাহির অস্বীকার করলেন। হাজ্জাজ আবার আবেদন করলেন। দাহির না করলেন, এবং পাকিস্তানের রাজা দাহির, ইরাকের রাজা হাজ্জাজের জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেন।
৭১১ সালে মোহম্মদ বিন কাসেম, দাহির এর রাজ্য আক্রমন করেন। পরাজিত হন
৭১২ সালে আবার আক্রমন করেন, এবার দাহির মারা যান ও পরাজিত হোন। কিন্তু মোহম্মদ বিন কাসেম আর কোনো রাজ্য দখল করেন নাই।

১০৩০ সুলতান মাহামুদের মারা গেলে, মুহম্মদ ঘুরী সুযোগে স্বাধীন রাজ্য ঘোষণা করেন। কিন্তু ঘুরী লুট নয় দখল করতে চান।
১ম বার পৃথ্বীরাজ চৌহান হাতে পরাজিত হয়ে, বন্ধী হোন। কিন্তু পৃথ্বীরাজ চৌহান তাকে ক্ষমা করে ছেড়ে দেন। ১ বছর পর তরাইন ২য় যুদ্ধে ১১৯২ , মুহাম্মদ ঘুরি, পৃথবীরাজ কে পরাজিত করেন
পৃথ্বীরাজ চৌহান এর রাজা জয়চাদ এর বিশ্বাসঘাগতা ও সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেক এর কারণে পৃথ্বীরাজ চৌহান মারা যান। মুহম্মদ ঘুরি দিল্লি ও আজমির এর কিছুটা অংশ দখল করলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে দিল্লী ছেড়ে চলে যান এবং তার দাশ কুতুব উদ্দিন আইবেক কে দায়িত্ব দিয়ে যান।
১২০৬ সালে মারা যান অজ্ঞাত কারণে ।
কুতুব উদ্দিন আইবেক, মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন দাস বংশ । দাস বংশ ই প্রথম মুসলিম বংশ।
মুহম্মদ ঘুরি অপুত্রক। ঘুরির ভাই এর ছেলে , গিয়াসউদ্দিন সম্রাট, বহুচেষ্টা করেও কুতুব উদ্দিন কে পরাজিত করতে পারেন নাই। তখন কুতুব উদ্দিন বাগদাদের খলিফা মানে তার ধর্মগুরু কুতুবউদ্দিন কাকীর মধ্যস্থতায় এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্তে ঘুরির বিজয়ী সাম্রাজ্যের সমমূল্য ও উপকৌটন গিয়াসউদ্দিন ঘুরি কে দেয়া হলো । তখন গিয়াস উদ্দিন ঘুরি কুতুব উদ্দিন আইবেক কে দাসত্ব থেকে মুক্তি করে দেন। স্বাধীন সম্রাট হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।
তাই ১২০৮ সাল থেকে স্বাধীন সুলতান হিসাবে দাবি করেন। এবং কুতুব উদ্দিন কাকীর নামে কুতুব মিনার বানানোর কাজ শুরু করেন।

দিল্লি সালতানাত/ উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

■ দাস বংশঃ কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন মোহাম্মদ ঘুরির একজন কৃতদাস। পরবর্তীতে তিনি ঘুরির সেনাপতি হন। তিনি মোহাম্মদ ঘুরির অনুমতিক্রমে ভারত বিজয়ের পর দিল্লিতে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। উপমহাদেশের স্থায়ী মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবেক। তাকে দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়। নিঃসন্তান ঘোরীর মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দিন আইবেক ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে নিজেকে স্বাধীন নরপতি ঘোষণা করেন। কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন তুর্কিস্থানের অধিবাসী। এজন্য কুতুবউদ্দিন আইবেক ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের শাসনামলকে প্রাথমিক যুগের তুর্কি শাসন বলেও চিহ্নিত করা হয়। দানশীলতার জন্য তাকে 'লাখবক্স' বলা হতো। দিল্লির কুতুব মিনারের নির্মার্ণকাজ তাঁর শাসনামলেই শুরু হয়। তিনি মিনারটির নির্মাণকাজ শেষ করতে পারেননি। দিল্লির বিখ্যাত সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকির নামানুসারে এই মিনারের নাম রাখা হয় কুতুবমিনার।

☑ কুতুবউদ্দিন আইবেকের জামাতা ছিলেন সুলতান শামসুউদ্দিন ইলতুতমিশ। তিনি ছিলেন প্রথমিক যুগে তুর্কি সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাকে দিল্লিসালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ভারতে মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনি প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি কুতুবমিনারের নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেন। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুলতান-ই-আজম উপাধি লাভ করেন।

☑ ইলতুতমিশের কন্যা সুলতানা রাজিয়া ছিলেন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম এবং একমাত্র মুসলমান নারী যিনি ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন।

☑ সুলতান নাছিরউদ্দিন মাহমুদ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্য 'ফকির বাদশাহ' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি কোরআন নকল ও টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

☑ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭) বিদ্যোৎসাহী ও গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'ভারতের তোতা পাখি'/ 'বুলবুল-ই-হিন্দ' নামে পরিচিত 'আমির খসরু' ছিলেন তার সভাকবি।

☑ মুইজউদ্দিন কাইকোবাদ ছিলেন দাস বংশের শেষ রাজা। অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে তিনি পঙ্গু হয়ে মারা গেলে তাঁর শিশুপুত্র সামসুদ্দিন কাইমাসকে হত্যা করে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন জালালুদ্দীন ফিরোজ খিলজি।

■ খিলজি বংশঃ ১২৯০ থেকে ১৩২০ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এই রাজবংশ দক্ষিণ এশিয়ার বিরাট অংশ শাসন করে। জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। পর্যটক ইবনে বতুতা আলাউদ্দিন খিলজিকে দিল্লির শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেছেন। তিনি প্রথম মুসলমান শাসক হিসেবে দক্ষিণ ভারত জয় করেন। আলাউদ্দিন খলজি মূল্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ফ্রান্সের রাজা চর্তুদশ লুই এর ন্যায় তিনিও ঘোষণা করেছিলেন আমিই রাষ্ট্র।

শামসুদ্দিনইলতুতমিস

দিল্লির সুলতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, তিনি একজন দাস ছিলেন। তার ভাইরা তার রুপ, যোগ্যতা দেখে হিংসায় তাকে দাস ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রী করে দিয়েছিল। এর পর কুতুব উদ্দিন আইবেক তাকে কিনে নিয়েছিলেন। তাকে প্রধান প্রহরী বা সারজান্দার নিয়োগ দেন। আইবেক তার কন্যাকে ইলতুতমিশের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। কুতুবউদ্দিন মারা যাওয়ার পর তার পুত্র শাসনভার গ্রহণ করে চালাতে পারে না। তাই ইলতুতমিশ কে সবাই আহ্বান করেন তুর্কিরা।
তাই ১২১১ সালে আরান শাহ কে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাশন দখল করেন।
তিনি কুতুবমিনারের কাজ শেষ করেন।

তিনি আরবি মুদ্রা প্রচলন করেন। আরবি খচিত রোপ্য মুদ্রা কে রুপায়া বলে।
১২২৫ সালে ইলতুতমিশ বাংলা ও বিহার আক্রমন করেন, তখন বাংলার সুলতান হোসামউদ্দিন আইওয়াজ শান্তি চুক্তি করে দিল্লীর আনুগত্য মেনে নেন। কিন্তু ১২২৬ সালেই বিদ্রোহ করেন। তখন ইলতুতমিশের পুত্র নাসিরউদ্দিন আক্রমন করেন এবং হোসামউদ্দিন আইওয়াজকে স্বপরিবারে হত্যা করেন। তখন নাসিরউদ্দিন অয্যোধা কে বাংলার সাথে যুক্ত করেন।

দিল্লি সালতানাত/ উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

■ দাস বংশঃ কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন মোহাম্মদ ঘুরির একজন কৃতদাস। পরবর্তীতে তিনি ঘুরির সেনাপতি হন। তিনি মোহাম্মদ ঘুরির অনুমতিক্রমে ভারত বিজয়ের পর দিল্লিতে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। উপমহাদেশের স্থায়ী মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবেক। তাকে দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়। নিঃসন্তান ঘোরীর মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দিন আইবেক ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে নিজেকে স্বাধীন নরপতি ঘোষণা করেন। কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন তুর্কিস্থানের অধিবাসী। এজন্য কুতুবউদ্দিন আইবেক ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের শাসনামলকে প্রাথমিক যুগের তুর্কি শাসন বলেও চিহ্নিত করা হয়। দানশীলতার জন্য তাকে 'লাখবক্স' বলা হতো। দিল্লির কুতুব মিনারের নির্মার্ণকাজ তাঁর শাসনামলেই শুরু হয়। তিনি মিনারটির নির্মাণকাজ শেষ করতে পারেননি। দিল্লির বিখ্যাত সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকির নামানুসারে এই মিনারের নাম রাখা হয় কুতুবমিনার।

☑ কুতুবউদ্দিন আইবেকের জামাতা ছিলেন সুলতান শামসুউদ্দিন ইলতুতমিশ। তিনি ছিলেন প্রথমিক যুগে তুর্কি সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাকে দিল্লিসালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ভারতে মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনি প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি কুতুবমিনারের নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেন। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুলতান-ই-আজম উপাধি লাভ করেন।

☑ ইলতুতমিশের কন্যা সুলতানা রাজিয়া ছিলেন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম এবং একমাত্র মুসলমান নারী যিনি ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন।

☑ সুলতান নাছিরউদ্দিন মাহমুদ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্য 'ফকির বাদশাহ' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি কোরআন নকল ও টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

☑ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭) বিদ্যোৎসাহী ও গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'ভারতের তোতা পাখি'/ 'বুলবুল-ই-হিন্দ' নামে পরিচিত 'আমির খসরু' ছিলেন তার সভাকবি।

☑ মুইজউদ্দিন কাইকোবাদ ছিলেন দাস বংশের শেষ রাজা। অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে তিনি পঙ্গু হয়ে মারা গেলে তাঁর শিশুপুত্র সামসুদ্দিন কাইমাসকে হত্যা করে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন জালালুদ্দীন ফিরোজ খিলজি।

■ খিলজি বংশঃ ১২৯০ থেকে ১৩২০ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এই রাজবংশ দক্ষিণ এশিয়ার বিরাট অংশ শাসন করে। জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। পর্যটক ইবনে বতুতা আলাউদ্দিন খিলজিকে দিল্লির শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেছেন। তিনি প্রথম মুসলমান শাসক হিসেবে দক্ষিণ ভারত জয় করেন। আলাউদ্দিন খলজি মূল্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ফ্রান্সের রাজা চর্তুদশ লুই এর ন্যায় তিনিও ঘোষণা করেছিলেন আমিই রাষ্ট্র।

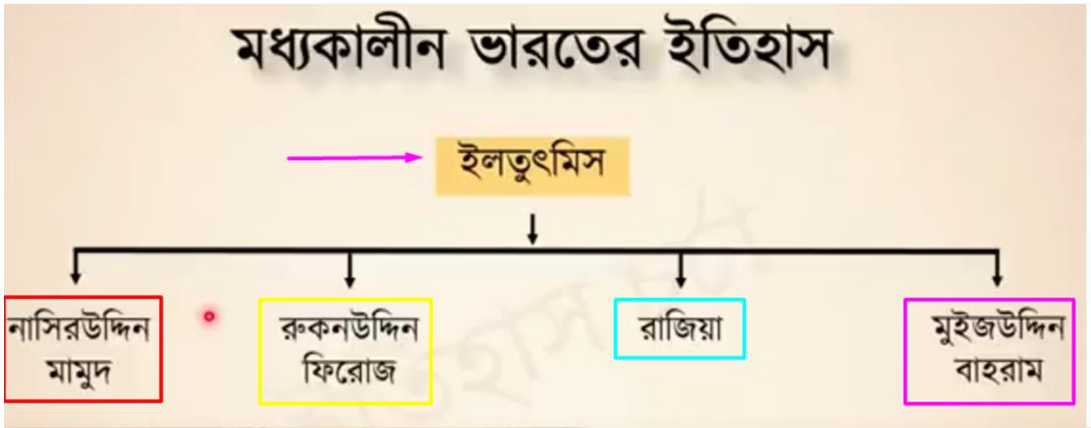

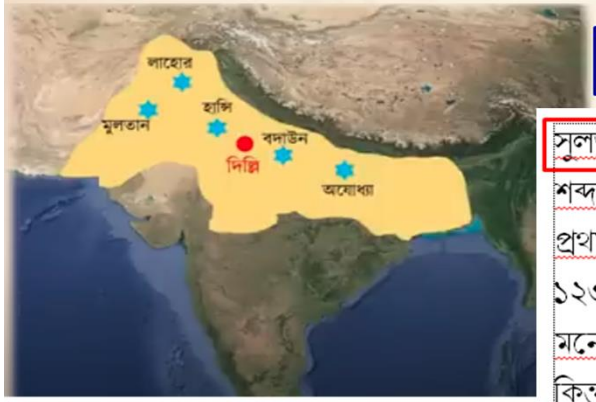

রুকনউদ্দিন ফিরোজ শাহ (1236 খ্রিঃ)

সুলতান রাজিয়াঃ তুর্কি ভাষায় সুলতানের স্ত্রী কে সুলতানা বলা হয়। কিন্তু রাজিয়া স্বাধীন শাসক এবং নিজের মুদ্রায় সুলতান শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তাই রাজিয়া সুলাতান বা সুলতান রাজিয়া।

প্রথম নারী শাসক।

১২৩৬ সালে ইলতুতমিশ মারা যান। বড় ছেলে নাসিরউদ্দিন মাহামুদ মারা গেছেন। অযোগ্য পুত্রদের পরিবর্তে রাজিয়াকে মনোনীত করেন।

কিন্তু তখন দিল্লীর আমির ও অভিজাত শ্রেণি নারীকে সুলতানের পদে মেনে নেন নাই, তাই সুলতান করা হয় রুকনউদ্দিন ফিরোজ কে। বিলাশ প্রিয় রকুনউদ্দিন ফিরোজ শাহ এর মা শাহ তুর্কান সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করেন।

ইলতুতমিশের বাকী স্ত্রী ও সন্তানের উপর অত্যাচার করেন। ফলে অরাজকতায় সব প্রদেশের শাসন কর্তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো।

রাজিয়া সেনাবাহীনি ও অভিজাতদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

১২৩৬ এ ক্ষমতা দখল করে ফিরোজ কে হত্যা করেন। এর পর তুর্কিদের জায়গায় অতুর্কিদের উচ্চপদে বসান। ক্ষমতার কেন্দ্রীভুত করেন। পুরুষের পোশাক পড়া শুরু করেন।

ভাতিন্ডার শাসনকর্তা আলতুনিয়ার বিদ্রোহ দমনে রাজিয়া পরাজিত ও বন্ধী হোন ১২৪০ এ। এ সময় দিল্লীর অভিজাতরা রাজিয়ার ভাই মুইজউদ্দিন বাহারাম কে সিংহাশনে বসিয়ে দেন। কিন্তু আলতুনিয়ার সাথে বিয়ে করেন রাজিয়া। রাজিয়া ও আলতুনিয়া দিল্লী দখলে আক্রমন করেন। কিন্তু পরাজিত হয়ে নিহত হোন দুজন ই।

দিল্লি সালতানাত/ উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

■ দাস বংশঃ কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন মোহাম্মদ ঘুরির একজন কৃতদাস। পরবর্তীতে তিনি ঘুরির সেনাপতি হন। তিনি মোহাম্মদ ঘুরির অনুমতিক্রমে ভারত বিজয়ের পর দিল্লিতে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। উপমহাদেশের স্থায়ী মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবেক। তাকে দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়। নিঃসন্তান ঘোরীর মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দিন আইবেক ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে নিজেকে স্বাধীন নরপতি ঘোষণা করেন। কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন তুর্কিস্থানের অধিবাসী। এজন্য কুতুবউদ্দিন আইবেক ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের শাসনামলকে প্রাথমিক যুগের তুর্কি শাসন বলেও চিহ্নিত করা হয়। দানশীলতার জন্য তাকে 'লাখবক্স' বলা হতো। দিল্লির কুতুব মিনারের নির্মার্ণকাজ তাঁর শাসনামলেই শুরু হয়। তিনি মিনারটির নির্মাণকাজ শেষ করতে পারেননি। দিল্লির বিখ্যাত সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকির নামানুসারে এই মিনারের নাম রাখা হয় কুতুবমিনার।

☑ কুতুবউদ্দিন আইবেকের জামাতা ছিলেন সুলতান শামসুউদ্দিন ইলতুতমিশ। তিনি ছিলেন প্রথমিক যুগে তুর্কি সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাকে দিল্লিসালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ভারতে মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনি প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি কুতুবমিনারের নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেন। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুলতান-ই-আজম উপাধি লাভ করেন।

☑ ইলতুতমিশের কন্যা সুলতানা রাজিয়া ছিলেন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম এবং একমাত্র মুসলমান নারী যিনি ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন।

☑ সুলতান নাছিরউদ্দিন মাহমুদ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্য 'ফকির বাদশাহ' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি কোরআন নকল ও টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

☑ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭) বিদ্যোৎসাহী ও গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'ভারতের তোতা পাখি'/ 'বুলবুল-ই-হিন্দ' নামে পরিচিত 'আমির খসরু' ছিলেন তার সভাকবি।

☑ মুইজউদ্দিন কাইকোবাদ ছিলেন দাস বংশের শেষ রাজা। অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে তিনি পঙ্গু হয়ে মারা গেলে তাঁর শিশুপুত্র সামসুদ্দিন কাইমাসকে হত্যা করে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন জালালুদ্দীন ফিরোজ খিলজি।

■ খিলজি বংশঃ ১২৯০ থেকে ১৩২০ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এই রাজবংশ দক্ষিণ এশিয়ার বিরাট অংশ শাসন করে। জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। পর্যটক ইবনে বতুতা আলাউদ্দিন খিলজিকে দিল্লির শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেছেন। তিনি প্রথম মুসলমান শাসক হিসেবে দক্ষিণ ভারত জয় করেন। আলাউদ্দিন খলজি মূল্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ফ্রান্সের রাজা চর্তুদশ লুই এর ন্যায় তিনিও ঘোষণা করেছিলেন আমিই রাষ্ট্র।

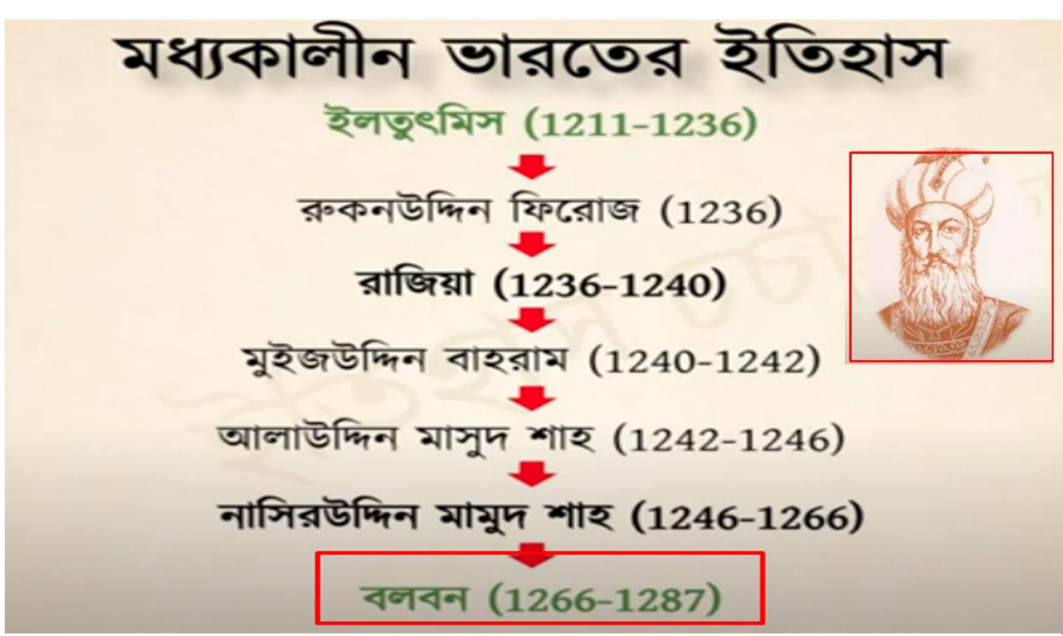

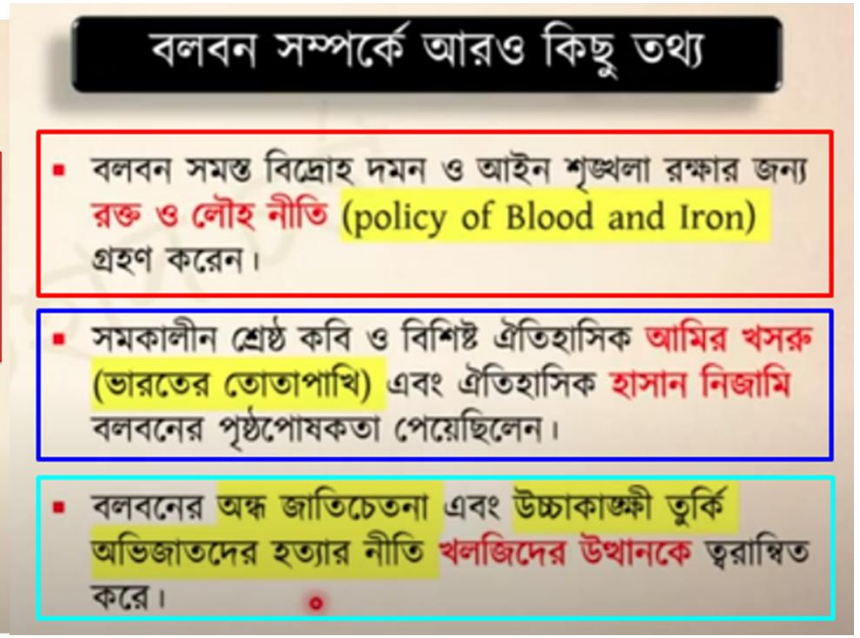

সুলতান বলবনঃ

তার প্রকৃত নাম বাহাউদ্দিন। তিনি ও কৃতদাস হিসাবে বিক্রী হোন। ইলতুতমিশ ই তাকে দাশ হিসাবে কিনেন। চল্লিস চক্র অন্তর্ভুক্ত করেন। এবং এক কন্যার সাথে বিয়ে দেন।

মুইজউদ্দিন বাহারাম শাহ একটা পদ সৃষ্টি করেন নায়েব-ই-মামলিকোৎ - রাজার প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী বা ওয়াজির এর উপরে সুলতানের নিচে এই পদ। আমিরদের হাত থেকে ক্ষমতা সরানোর জন্য চক্রান্ত শুরু হয়। ১২৪২ সালে মুইজউদ্দিন বাহারাম শাহ কে হত্যা করা হয়। তখন আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ, রুকনউদ্দিন ফিরোজের ছেলে, তাকে সুলতান করা হয়। তখন বলবন আমির-ই-হাজিব, কোর্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিন্তু তিনি খুব প্রভাবশালী। বলবনের ষড়যন্ত্রেই নাসির-উদ্দিন- মামুদ ছেলে নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহ কে সুলতান করা হয়। এরপর বলবন নিজের মেয়ের সঙ্গে নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহ এর বিয়ে দেন।১২৬৬ সালে নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহ মারা হঠাত মারা গেলে। ঐতিহাসিকরা বলেছেন, বলবন বিষ প্রয়োগ করেন। এবং গিয়াসউদ্দিন বলবন ক্ষমতা দখল করেন।

দিল্লি সালতানাত/ উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

■ দাস বংশঃ কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন মোহাম্মদ ঘুরির একজন কৃতদাস। পরবর্তীতে তিনি ঘুরির সেনাপতি হন। তিনি মোহাম্মদ ঘুরির অনুমতিক্রমে ভারত বিজয়ের পর দিল্লিতে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। উপমহাদেশের স্থায়ী মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবেক। তাকে দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়। নিঃসন্তান ঘোরীর মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দিন আইবেক ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে নিজেকে স্বাধীন নরপতি ঘোষণা করেন। কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন তুর্কিস্থানের অধিবাসী। এজন্য কুতুবউদ্দিন আইবেক ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের শাসনামলকে প্রাথমিক যুগের তুর্কি শাসন বলেও চিহ্নিত করা হয়। দানশীলতার জন্য তাকে 'লাখবক্স' বলা হতো। দিল্লির কুতুব মিনারের নির্মার্ণকাজ তাঁর শাসনামলেই শুরু হয়। তিনি মিনারটির নির্মাণকাজ শেষ করতে পারেননি। দিল্লির বিখ্যাত সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকির নামানুসারে এই মিনারের নাম রাখা হয় কুতুবমিনার।

☑ কুতুবউদ্দিন আইবেকের জামাতা ছিলেন সুলতান শামসুউদ্দিন ইলতুতমিশ। তিনি ছিলেন প্রথমিক যুগে তুর্কি সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাকে দিল্লিসালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ভারতে মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনি প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি কুতুবমিনারের নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেন। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুলতান-ই-আজম উপাধি লাভ করেন।

☑ ইলতুতমিশের কন্যা সুলতানা রাজিয়া ছিলেন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম এবং একমাত্র মুসলমান নারী যিনি ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন।

☑ সুলতান নাছিরউদ্দিন মাহমুদ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্য 'ফকির বাদশাহ' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি কোরআন নকল ও টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

☑ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭) বিদ্যোৎসাহী ও গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'ভারতের তোতা পাখি'/ 'বুলবুল-ই-হিন্দ' নামে পরিচিত 'আমির খসরু' ছিলেন তার সভাকবি।

☑ মুইজউদ্দিন কাইকোবাদ ছিলেন দাস বংশের শেষ রাজা। অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে তিনি পঙ্গু হয়ে মারা গেলে তাঁর শিশুপুত্র সামসুদ্দিন কাইমাসকে হত্যা করে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন জালালুদ্দীন ফিরোজ খিলজি।

■ খিলজি বংশঃ ১২৯০ থেকে ১৩২০ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এই রাজবংশ দক্ষিণ এশিয়ার বিরাট অংশ শাসন করে। জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। পর্যটক ইবনে বতুতা আলাউদ্দিন খিলজিকে দিল্লির শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেছেন। তিনি প্রথম মুসলমান শাসক হিসেবে দক্ষিণ ভারত জয় করেন। আলাউদ্দিন খলজি মূল্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ফ্রান্সের রাজা চর্তুদশ লুই এর ন্যায় তিনিও ঘোষণা করেছিলেন আমিই রাষ্ট্র।

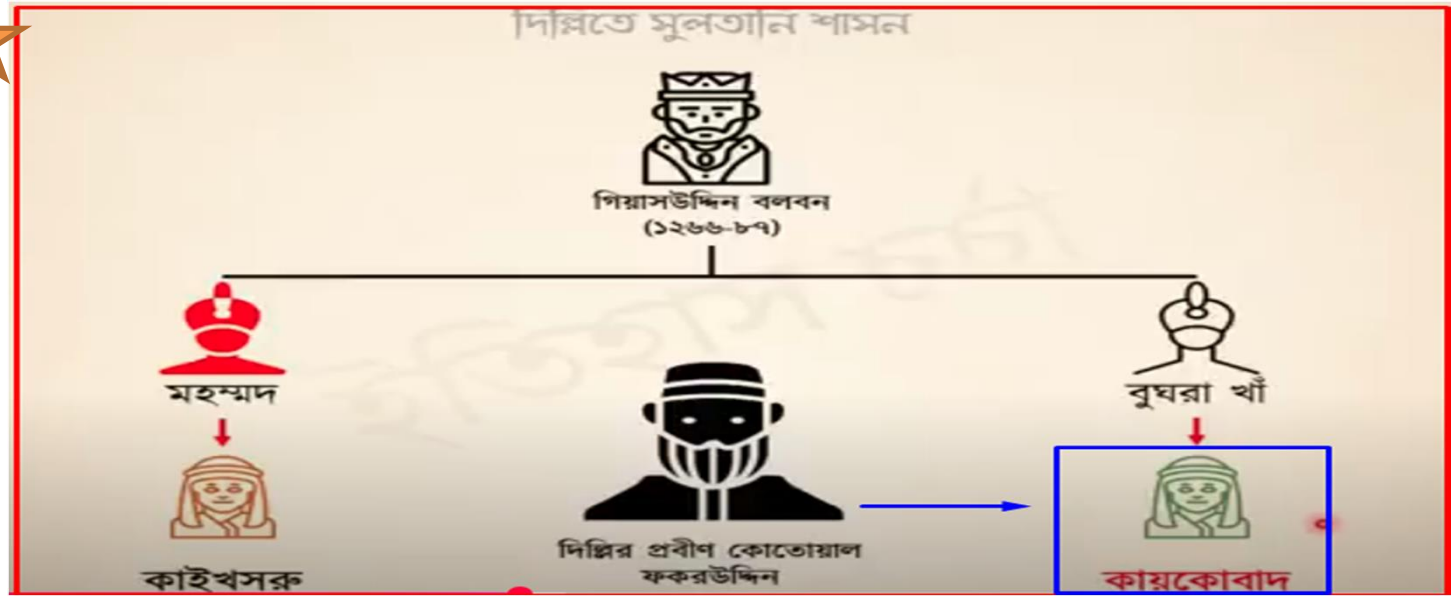

খলজি কারা ?

খলজি রা তুর্কি থেকে আলাদা । মঙল চেঙিস খা এর জামাতা কুলিজ খা এর বংশধর ।কিন্তু আধুনিক গবেষকরা বলেছেন, খলজিরা তুর্কি বংশধর ।

ডাকাত সুলতান মাহামুদ এর লুটের সময় এবং মুহম্মদ ঘুরী এর সময়ে যোদ্ধা হিসাবে এসে থেকে যান। তাদের মধ্যে একজন বখতিয়ার খলজি।যিনি মুহম্মদ ঘুরী এর সেনাপতি।

কিন্তু ১৩ শতকে মঙলের আক্রমনে আফগানিস্তান থেকে ভারতে চলে আসে। তাই দীর্ঘদিন আফগানিস্তানে থাকার কারনে তাদের সংস্কৃতি আলাদা হয় বলে, খিলজিদের অনেকে আফগানি বলেন, কিন্তু মুলত তারা তুর্কি।

কায়কোবাদ ই সুলতানি দাশ বংশের শেষ সুলতান। তখন তার বয়স ১৭ বছর।

কায়কোবাদ ফিরোজ খলজি কে ডেকে আনলেন, যিনি খুব অভিজ্ঞ, যার উপাধি দেয়া হলো শায়েস্তা খা। আর্জ-ই-মামালিক, যুদ্ধ মন্ত্রী। ১২৮৯ তে অতিরিক্ত সুরাপানে কায়কোবাদ পঙ্গু হয়ে পড়লে তার শিশুপুত্র (৩ বছরের) ২য় শাসউদ্দিন নাম দিয়ে সিংহাশনে বসালেন। তখন ফিরোজ খলজি দিল্লি তে কায়কোবাদ ও তার শিশুপুত্র কে বন্ধী করে, সুলতানের অভিভাবক হয়ে ৩ মাস শাসন চালালেন, কিন্তু এর পর কায়কোবাদ কে হত্যা করে যমুনাতে ফেলে দিয়ে আর শিশুকে হত্যা করে নিজেকে জালালউদ্দিন খিলজি নাম দিয়ে , সুলতান হয়ে যান ১২৯০ সালে।

খিলজিঃ

৭০ বছর বয়সী জালালউদ্দিন খিলজি ৬ বছরের শাসন

আলাউদ্দিন খিলজিঃ জালালউদ্দিন খিলজি ভাই এর ছেলে এবং জামাতা ।যিনি ২০ বছর শাসন করেন।তিনি অনেকগুলো হিন্দু রাজ্য দখল করেন।১৭ বার মঙল আক্রমন প্রতিহত করেন। প্রচুর হত্যা করেন, চোখ উপরে শিরচ্ছেদ করে।

দক্ষিনে প্রায় সকল রাজ্য দখল করেন।

কোহিনুর দাক্ষন থেকে নিয়ে আসেন।

১৩১৫ সালে আলাউদ্দিন খিলজি মৃত্যু হয়। মালিক কাফুর সুলতান দাবি করেন কিন্তু হত্যা করা হয়।

কুতুবউদ্দিন মোবারক শাহ ৪ বছর পর হত্যা করা হয় ।১৩২০ সালে হত্যা করা হয়।

এরপর সেনাপ্রধান গাজী মালিক বিশাল বাহিনী দিল্লী দখল করে নিজের নাম দেন গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ।

তুঘলক বংশঃ

১৩২১ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় তুঘলক রাজবংশ যার রাজধানী ছিল দিল্লী। মোহাম্মদ বিন তুঘলক ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মোহাম্মদ বিন তুঘলক রাজ্য শাসনের প্রত্যক্ষ অসুবিধা দূর করার জন্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন। তিনি সোনা ও রূপার মুদ্রার পরিবর্তে প্রতীকী তামার মুদ্রার প্রচলন করে মুদ্রা মান নির্ধারণ করে দেন। প্রতীকী মুদ্রা জাল না হওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তা সে যুগে ছিল না। ফলে ব্যাপকভাবে মুদ্রা জাল হতে থাকে। এ জন্য সুলতানকে এ পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়।

ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন ফিরোজ শাহ তুঘলককে সুলতানি যুগের আকবর বলেছেন।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক

তুঘলক রাজবংশঃ

১৩২০-১৪১৩

১৩২০-১৩২৫ গিয়াসউদ্দিন তুঘলক

যিনি রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য খাজনা না বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। সেচ ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছিলেন। বাংলার দিকে তার নজর দিলে। তার ছেলে জুনা খান। যাকে মুহম্মদ বিন তুঘলক। নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার সাথে দেখা করতে পত্র লিখেন।

আমি আসছি।

উত্তরে নিজাম উদ্দিন আউলিয়া লিখেছিলেনঃ

দিল্লি বহুত দূর

দিল্লী পৌছানের আগেই মৃত্যু হয়। মুহম্মদ বিন তুঘলকের বানানো কাঠের ঘর উত্তর প্রদেশের কাছে ভেঙে পড়ে মৃত্যু হয়।

এর সাথে ২য় পুত্র প্রিন্স মাহামুদ খান ও নিহত হোন। ইবনে বতুতার বর্ণনায় পাওয়া যায়।

- ☑ তুঘলক বংশের শেষ সুলতান ছিলেন নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ। বিখ্যাত তুর্কি বীর তৈমুর ছিলেন মধ্য এশিয়ার সমরকন্দের অধিপতি। শৈশবে তার একটি পা খোঁড়া হয়ে যায় বলে তিনি তৈমর লঙ নামে অভিহিত। ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন। তৈমুরকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা মাহমুদ শাহের ছিল না। তিনি বিনা বাধায় দিল্লিতে প্রবেশ করেন। প্রায় তিন মাস ধরে অবাধে হত্যা ও লুণ্ঠনের পর তিনি বিপুল সম্পদ নিয়ে ফিরে যান।
- ☑ 'তুঘলকনামা' গ্রন্থটি রচনা করেন আমির খসরু।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকঃ ১৩২৫-১৩৫১

ইতিহাসের পাতায় তাকে জ্ঞানী মূর্খ (wisest fool) বলা হয়। ইনি ছিলেন একমাত্র সুলতান যে অসম্ভব শিক্ষিত ছিলেন (গণিত, অ্যাস্ট্রোনমি, দর্শন ও সাধারণ বুদ্ধিমত্তা) দিল্লি থেকে রাজধানী দক্ষিণ্যাতে দেবগিরি (দোলতাবাদ) নিয়ে যান। নিয়ে যাওয়ার সময় অনেক লোক মারা যান । কিন্তু আবার দিল্লি তে চলে আসেন।

এ সময় মরক্কো ইবনে বতুতা আসেন। (বইঃ সফরনামা) যাকে দিল্লীর কাজী হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। এবং চীনে পাঠানো হয়।

খোরাসান (আফগানিস্তানের প্রদেশ) ৩,৭০,০০০ এর সেনাবাহিনীর এক বছরের অগ্রীম বেতন দিয়ে দেন।

সোনার বিপরীতে রুপার মজুদ কমে যাওয়ায়, তামার মুদ্রা প্রচলন করে আবার তুলে নেন, জাল হয়ে যাওয়ায়।

ফিরোজ শাহ তুঘলকঃ ১৩৫১ থেকে ১৩৮৮

মুহাম্মদ বিন তুঘলক এর চাচার ছেলে

সুলতানি যুগের আকবর তাকে বলা হয়

বিবাহ দপ্তর

চাকরি দপ্তর

দাওয়ান-ই-খয়রাত

জিজিয়া কর

- **গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ২য়**
- **আবু বকর শাহ**
- **নাসির উদ্দিন মুহম্মদ শাহ**
- **হুমায়ন**
- **নাসির উদ্দিন মাহামুদ শাহ**

১৩৯৮ তৈমুর লঙ আক্রমন করেন। তুর্কি চাক্তাই বংশ। ইরাক ইরান আফগানিস্তান দখল।

দিল্লীবাসীকে হত্যা করা হবে না। বিনিময়ে অর্থ চান।

গনহত্যা চালান ৩ মাস ধরে। অনুচর খিজির খান।